CC2-GE2 SAF

MARCH 2018 — FEBRUARY 12 MONDAY — WK 07 • 043-322

Harsha Period

2nd topic

Q) What do you know about Harsha's Administration? 10 marks.

Ans) Hiuen Tsang furnishes interesting details of Harsha's administration. He says that Harsha was a benevolent ruler. The administrative machinery was of a traditional pattern in which the King was the important element.

King — King was assisted by a council of ministers. Administration was founded on benign principles.

Taxes were light, crimes were rare, and there were no forced Labours. The offences against Social morality were punished by the cutting off of ears, nose & hands.

Army — The army of Harsha consisted of four limbs, namely the cavalry, infantry, chariots & elephants. The soldiers, who were recruited were given good salaries & publicly enrolled. Hiuen Tsang speaks of the hereditary National Guard, which comprised of the heroes of valour in the army.

Coins — The coins during the time of Harsha were well minted. Alexander Cunningham illustrates a coin of this period with figure of a horseman — Harshadeva on one side & that of a Goddess seated on a throne on the other side.

Provincial administration — Harsha's Kingdom was divided into provinces, divisions, & districts. Bana in Harshacharita refers to various Lokapalas in the Harshacharita. The provinces

are divided into Bhukti. A Bhukti was further divided into many Vishayas & in each Vishayas there were many Pathakas. The Gramakshapatalika was charge of the village administration.

Taxes — They had three kind of Taxes. — ① Bhaga ② Hiranya ③ Bali. Bhaga was the land tax that was paid in kind. Hiranyas were were those taxes paid in cash by farmers & merchats. The share of the King from agricultural produce was 1/6 th.

Land Grants — Some of copper plates of AD 632 tell us about the land grants during Harsha's time where a gift of land to two Brahmanas was given protected by many state official such as mahasamantas, Maharajas (great kings), independent ruler who acknowledged Harsha's overlordship.

Title — Harsha took the title of Chakravartin or emperor of the universe & was also supreme commander of the force.

Conclution — Burton Stein says rulers of this time aspired to 'Samanta Chakra' or circle of subordinates. The bigger circle denoted a stronger overlord. Most historians feel that the centralization in administration was limited to the Gangetic delta.

SAF

MARCH 2018
M T W T F S S M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

FEBRUARY
WK 07 • 045-320
14
WEDNESDAY

(2) What do you know about Nalanda University? 5 marks.

Ans Nalanda was a celebrated Buddhist monastic centre, in northern Bihar, India. Nalanda's traditional history dates to the time of the Buddha (Sixth - fifth centuries BC) & Mahavira, the founder of the Jainism.

In the Seventh century, Harshavardhan is reported to have contributed to them. During his reign, the Chinese pilgrim Hiuen Tsang stayed at Nalanda for some time & left a clear account of the subjects studied there & of the general features of the community. Nalanda continued to flourish as a centre of learning under the Pala dynasty (eighth - twelfth centuries), & it became a centre of religious sculpture in stone & bronze.

A high wall surrounded the monastery of Nalanda. The excavations revealed a row of 10 monasteries of the traditional Indian design oblong brick structures with cells opening onto four sided of a courtyard, with a main entrance across the courtyard. In front of the monasteries stood a row of larger shrines, or stupas, in brick & plaster.

The entire complex is referred to on seals discovered there as 'Great Monastery'. A museum at Nalanda houses many of the treasures found in the excavations.

X ——— X

20
18

P-16.

Q3. What do you know about the religion of Harsha period? 10 marks.

Ans) Harsha was generous & distributed most of the kingdom's wealth to scholars and religious institutions. He built a number of stupas, rest houses, monasteries & other works of public utility.

He frequently undertook inspections of the kingdom to get firsthand informations of the kingdom to get firsthand information of the condition of the people. Hiuen Tsang has made special mention of a religious assembly arranged by Harsha at Kanauj in A.D 643 in honour of the Chinese Piligrim.

About 20 tributary kings, 4,000 Buddhist monks, & about 3,000 Jaina munis & Brahmanas scholars attended it. This assemblies were held for One month.

Harsha is well remembered for his patronage of Buddhism. He was at first an ardent worshipper of Lord Shiva & later on converted to Hinaya Buddhism. Later in life he became a champion of Mahayana Buddhism under the influence of Hiuen Tsang.

To promote the cause of this new religion, he convened his big religious assebly in Kanauj. The image of Buddha was installed & royal treasures were ~~distributed~~ distributed.

He also summoned annual ~~meting~~ meeting of Buddhist Scholars & arranged for religious ~~dis~~ discourses. ~~From Kan~~ Kanauj, Hiueng & royal guest was carried to Prayaga (Allahabad) bank of Ganga, Yamuna, Saraswati. The ceremonies lasted for about 2 month during which tributes was ~~offed~~ offered to the Buddha. Though a convert to Buddhism, Harsha was tolerant to all religions.

Harsha used to hold regular assemblies at Prayagg every five years. During the rule of Harsha, Kanauj flourished immensely outdoing the grandeurs of Pataliputra, situated on the Ganges. The ancient town was transformed into a well-fortified city will well-planned buildings, beautiful gardens & tanks. Numerous Buddhist monasteries & Brahmanical temples were build. The inhabitants of the city were wealthy & led good standard of life.

Sanskrit was the most popular language during this period. It was commonly used in speaking & writing. Hiueng Tsang learnt this at the Nalanda University & then translated many Buddhist books into Chinese.

—X—

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

'নালন্দা' শব্দের অর্থ হল **জ্ঞান** বা **জানার আগ্রহ**। গুপ্ত সম্রাট **কুমারগুপ্ত** (৪১৪–৪৫৫ খ্রি.) বর্তমান বিহারের নালন্দা জেলায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারত তথা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানরূপে দীর্ঘকাল খ্যাতির শিখরে বিরাজ করেছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন গুপ্ত সম্রাটগণ এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। গুপ্ত **সম্রাট স্কন্দগুপ্ত** নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন বলে **হিউয়েন সাঙ** উল্লেখ করেছেন। চিনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ এখানে পড়শোনা করেছিলেন। **ইৎ-সিংও** ৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন।

➲ **পরিচালন ব্যবস্থা:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি অবৈতনিক আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। **সরকারি দানে** এই প্রতিষ্ঠানের খরচ চলত। দেশবিদেশের বহু ছাত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসত। কিন্তু এখানে ভরতি হওয়া খুব সহজ ছিল না। প্রতিটি ছাত্রকে **প্রবেশিকা পরীক্ষা** পাস করে এখানে ভরতি হতে হত। পরীক্ষাও ছিল খুব কঠিন। ভরতি হওয়ার পর একাদিক্রমে **সাত-আট বছর** এখানে থেকে পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে হত।

➲ **পঠনপাঠন:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ১৫টি বিষয় পড়ানো হত। বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল **বেদ, বৌদ্ধ দর্শন, ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, পালি সাহিত্য, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস** প্রভৃতি। সবগুলি বিষয়ই ছাত্রদের চর্চা করতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। এর তিনটি ভাগ ছিল—**রত্নরঞ্জক, রত্নদধি** ও **রত্নসাগর**। গ্রন্থাগারে বহু পুঁথিপত্র ও আকর গ্রন্থ থাকত।

➲ **হর্ষবর্ধনের আমলে নালন্দা:** হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন যে, হর্ষবর্ধনের আমলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছিল। শুধু ভারতের নয়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তখন সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। দেশবিদেশের বহু ছাত্র এখানে পড়াশোনা করতে আসত। এখানে **১০,০০০ ছাত্র** ও **১,৫০০ শিক্ষক** ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এখানে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষকগণ ছিলেন **জ্ঞানীগুণী** ও **চরিত্রবান**। মেধাবী ছাত্ররা এখানে **বিনা ব্যয়ে** পড়াশোনা করতে পারত। হিউয়েন সাঙ নিজে এখানে পড়াশোনা করেছিলেন। তখন নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙালি পণ্ডিত **শীলভদ্র**। হর্ষবর্ধন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

➲ **পাল রাজাদের আমলে নালন্দা:** পাল রাজারা ছিলেন শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়' পাল যুগে তার হারানো গৌরব ফিরে পেয়েছিল। পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা দেবপালের আমলে সুমাত্রার শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা **বালপুত্রদেব** তাঁর অনুমতি নিয়ে নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেবপালের প্রয়াসে সে যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় **বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার প্রধান কেন্দ্রে** পরিণত হয়েছিল।

➲ **গুরুত্ব:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকেও ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করতে আসত। **চিন, তিব্বত, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া** থেকে ছাত্ররা এখানে আসত। অনেক রাত পর্যন্ত পঠনপাঠন চলত। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কও ছিল মধুর। পঠনপাঠনের বিষয়ে ছাত্ররা সর্বদা শিক্ষকদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারত। তবে সকলকেই কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলতে হত।

➲ **ধ্বংসপ্রাপ্তি:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘকাল যে খ্যাতির আলো ছড়িয়েছিল তা ছিল এক কথায় বিস্ময়কর। কিন্তু **১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে** তুর্কি সেনাপতি **বখতিয়ার খলজির** বিহার আক্রমণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিহার আক্রমণ করে বখতিয়ার অন্যান্য সৌধের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটিও আগুনে পুড়িয়ে দেন। এভাবেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতন ঘটে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আজও ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

➲ **শাসনব্যবস্থা:** হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। তাঁর বিবরণ অনুসারে— ❶ হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা **উদার, কর্তব্যপরায়ণ ও মানবিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত** ছিল। স্বয়ং রাজা নিয়মিতভাবে **সাম্রাজ্য পরিভ্রমণে** বেরোতেন এবং প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধা ও রাজকর্মচারীদের কর্তব্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। ❷ হর্ষবর্ধনের একটি **মন্ত্রীপরিষদ** ছিল। হর্ষের সেনাবাহিনীতে **৫০,০০০ পদাতিক** ও **১,৬০,০০০ অশ্বারোহী** সৈন্য ছিল। ❸ হর্ষবর্ধনের রাজত্বে **দণ্ডবিধি তেমন কঠোর ছিল না।**

➲ **সমাজব্যবস্থা:** হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল— ❶ তৎকালীন সময়ে ভারতের গ্রাম ও শহরগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল বলে হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন। ভারতীয়দের **নৈতিক চরিত্র** ছিল উন্নত। তারা ছিল **সহজসরল, সত্যবাদী** ও **ন্যায়পরায়ণ**। ❷ সমাজে **বর্ণভেদ প্রথার** প্রচলন ছিল। সেই সময় **ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য** এবং **শূদ্র** ছাড়াও একাধিক **সংকর জাতির** উদ্ভব ঘটেছিল। ❸ সমাজে **অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ** প্রভৃতি কুপ্রথার প্রচলন ছিল। ❹ দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব যথেষ্টই ছিল। হিউয়েন সাঙ নিজেও কয়েকবার দস্যুদের হাতে পড়ে তাঁর সর্বস্ব হারিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

➲ **কৃষিব্যবস্থা:** ❶ সাধারণ মানুষের **প্রধান জীবিকা** ছিল কৃষিকাজ। দেশে **ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ, আখ, বাঁশ** প্রভৃতির প্রচুর উৎপাদন হত বলে হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন। ❷ কৃষকরা নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করত বলে জানা যায়। ভূমিরাজস্বের হার ছিল **এক-ষষ্ঠাংশ**। ❸ অনেক সময় রাজকর্মচারীরা বংশানুক্রমিকভাবে জমি ভোগদখল করতেন।

➲ **ব্যাবসাবাণিজ্য:** হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন যে— ❶ চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের **বৈদেশিক বাণিজ্য** চলত। তখন উত্তর ভারতের প্রধান বন্দর ছিল বাংলার **তাম্রলিপ্ত** বা **তমলুক**। **মহাবলীপুরম** ও **কাবেরীপত্তনম** ছিল দক্ষিণ ভারতের উল্লেখযোগ্য সামুদ্রিক বন্দর। ❷ শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্যে **গিল্ড ব্যবস্থা** গড়ে উঠেছিল। **বণিক, শিল্পী** ও **কারিগররা** গিল্ড বা নিগম গড়ে তুলত। নিগমগুলি ছিল স্বশাসিত। নিগম বা গিল্ডগুলি **শিল্প ও বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ** করত। শিল্প ও বাণিজ্যের পেশায় প্রবেশ করতে গেলে গিল্ডের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল।

➲ **ধর্মীয় প্রভাব:** ❶ হিউয়েন সাঙ বলেছেন যে, হর্ষবর্ধনের আমলে **বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা হ্রাস** পেয়েছিল এবং **শৈবধর্ম** ও **সূর্যের উপাসনা** যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হওয়ার পাশাপাশি শিব ও সূর্যের উপাসনাও করতেন। ❷ বাংলার রাজা **শশাঙ্ক** ছিলেন শিবের উপাসক ও বৌদ্ধধর্মের বিরোধী। কথিত আছে, শশাঙ্ক বোধগয়ায় **বোধিবৃক্ষটি** কেটে ফেলেছিলেন। ❸ হিউয়েন সাঙ **বৈশালী, কনৌজ, বুদ্ধগয়া** প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিত ও বৌদ্ধভিক্ষুর উপস্থিতি দেখতে পেয়েছেন। ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনোরূপ ভেদাভেদ বা বিরোধ ছিল না বলে হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন।

➲ **কনৌজের ধর্মসম্মেলন:** হিউয়েন সাঙের সম্মানে হর্ষবর্ধন ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে কনৌজে এক **মহাধর্ম-সম্মেলনের** আয়োজন করেন। ❶ এই সম্মেলনে হিউয়েন সাঙ সভাপতিত্ব করেন। তিনি এই সম্মেলনে **মহাযানপন্থার** আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলেন। ❷ হিউয়েন সাঙের *সি-ইউ-কি* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এটি ছিল প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে বড়ো ধর্মসম্মেলন। এই সম্মেলনে **কুড়ি জন মিত্র রাজা, চার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু, তিন হাজার জৈন ভিক্ষু-**সহ বহু হিন্দু, পারসিক ও অন্যান্য ধর্মের মানুষ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এক মাস ধরে এই সম্মেলন চলেছিল।

➲ **প্রয়াগের দান মেলা:** হিউয়েন সাঙ প্রয়াগের **পঞ্চবার্ষিক দান মেলার** উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী— ❶ তিন মাস ধরে এই দান মেলা চলত। ❷ মেলার প্রথম দিন বুদ্ধের এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন সূর্য ও শিবের উপাসনা হত। শেষদিন দান পর্ব চলত। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে এই দান মেলায় হর্ষবর্ধন **দানক্ষেত্র** ও **সন্তোষক্ষেত্র** গঠনের মাধ্যমে তাঁর চারিত্রিক উদারতার পরিচয় দিতেন। ❸ এখানে তিনি পাঁচ বছরে **রাজকোশে সঞ্চিত** সকল অর্থসম্পদ, দীনদরিদ্রদের দান করে দিতেন। এমনকি অবশেষে নিজের রাজকীয় পোশাকটিও দান করে সাধারণ বস্ত্র চেয়ে নিয়ে পরতেন।

➲ **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়:** হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন যে, ❶ হর্ষবর্ধনের আমলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ভারতের নয়, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ছিল। দেশবিদেশের বহু ছাত্র এখানে পড়াশোনা করতে আসত। ❷ এখানে **১০,০০০ ছাত্র** ও **১,৫০০ শিক্ষক** ছিলেন। বিভিন্ন বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এখানে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষকগণ ছিলেন জ্ঞানীগুণী ও চরিত্রবান। মেধাবী ছাত্ররা এখানে বিনা ব্যয়ে পড়াশোনা করতে পারত। ❸ হিউয়েন সাঙের ভারত-ভ্রমণ কালে নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙালি পণ্ডিত **শীলভদ্র**। হর্ষবর্ধন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য **প্রভূত অর্থ ব্যয়** করেছিলেন।

➲ **মূল্যায়ন:** হিউয়েন সাঙের রচনা তৎকালীন **ভারতের ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল**। তাঁর বিবরণের ওপর ভিত্তি করে তৎকালীন ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ রচিত হয়েছে। হিউয়েন সাঙের ভারত-আগমনের মাধ্যমে চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছিল। ফলে উভয় দেশের মধ্যে **সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি** পেয়েছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণীর গুরুত্ব প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ **ড. ভিনসেন্ট স্মিথ** বলেছেন যে, *হিউয়েন সাঙের কাছে ভারতের ইতিহাস যে কতখানি ঋণী তা নির্ণয় করা অসম্ভব।*